শক্তি সামন্তের
অমানুষ
ইস্টম্যানকলার
পরিচালনা
শক্তি সামন্ত
সংগীত
শ্যামল মিত্র

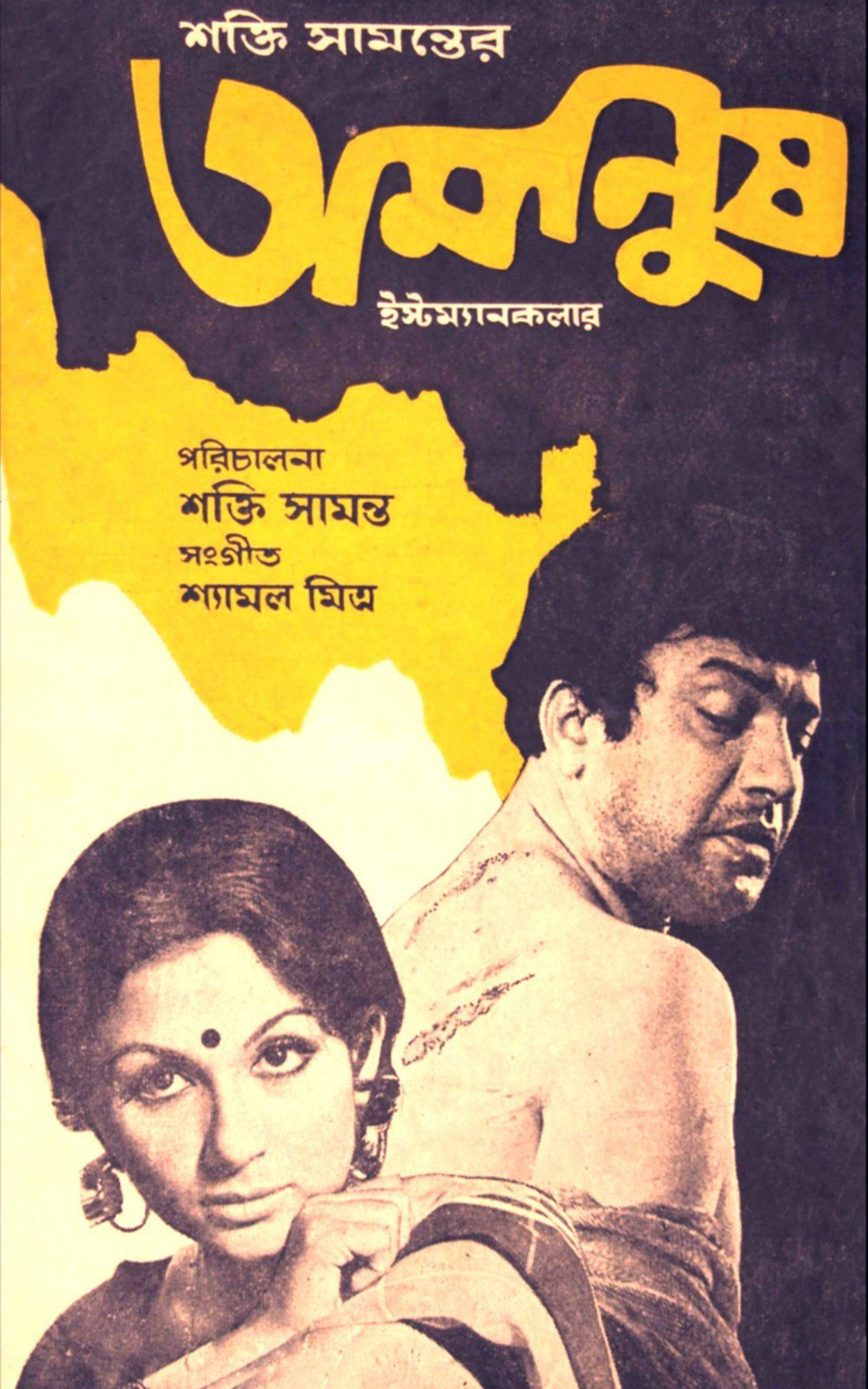

শক্তি ফিল্মসের নিবেদন

অমানুষ

ইস্টম্যান কালার

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : শক্তি সামন্ত

কাহিনী : শক্তিপদ রাজগুরুর "নয়াবসত" অবলম্বনে

সঙ্গীত পরিচালনা : শ্যামল মিত্র

নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী : কিশোরকুমার - আশা ভোঁসলে - শ্যামল মিত্র

চরিত্র চিত্রণে

উত্তমকুমার, শর্ম্মিলা ঠাকুর, অনিল চ্যাটার্জ্জী,

উৎপল দত্ত, অভি ভট্টাচার্য্য, অসিত সেন ও প্রেমানারায়ণ

তৎসহ

মনমোহন, তরুণ ঘোষ, মানিক দত্ত, সুব্রত মহাপাত্র, রজনী গুপ্তা, অমর মুখোপাধ্যায়, অমল সেন, শম্ভু ভট্টাচার্য, এস. এন. ব্যানার্জ্জী, প্রবীরকুমার, শম্ভু মুখার্জ্জী, সমর রায়, কানু রায়, সন্তোষ ঘোষ, রজত, শান্তি চ্যাটার্জ্জী, দীননাথ, রবীন, মনোজ, প্রভাত।

সংলাপ : শক্তিপদ রাজগুরু,
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও
প্রভাত রায়

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

আলোকচিত্রশিল্পী : অলোক দাশগুপ্ত

সম্পাদনা : বিজয় চৌধুরী

শিল্প নির্দেশনা : শান্তি দাস

শব্দগ্রহণ : জাহাঙ্গীর নৌরজী

সঙ্গীত গ্রহণ : কৌশিক ও বানশালী

আবহ সঙ্গীত শব্দধারক : রবীন চ্যাটার্জ্জী

নৃত্য পরিচালনা : কমল ও রবার্ট

ফাইট কম্পোজার : শেট্টি

মেকাপ : কৃষ্ণা ও বসন্ত

সাজ সজ্জা : বসন্ত চৌহান ও চরণ সিং

কেশ সজ্জা : মীনা ও বেলা

বিশেষ প্রয়োগ : ফিল্ম এ্যাফেক্টস্

স্থিরচিত্র : ভারত কালার প্রসেস্

প্রচার সচিব : ধীরেন্দ্র কিষণ

প্রচার অঙ্কনে : গোরাচাঁদ রায়

কালার পরিস্ফুটন উপদেষ্টা : জি. বি. বাত্তকর

রাসায়নাগারাধ্যক্ষ : রামসিং

প্রধান ব্যবস্থাপক : বিশ্বনাথ ব্যানার্জ্জী

ব্যবসায়িক উপদেষ্টা : আর. পি. মালিক

সহকারী ব্যবস্থাপক : মনোজ অধিকারী

সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনায় : সন্দীপ পাল, রমেন ঘোষ

অফিস সম্পাদক : পুর্ণিমা ভদ্র

হিসাব রক্ষক : জোন. ঈ. প্যান, অজয় চন্দ

মুখ্য কর্ম্মসচিবদ্বয় : গিরীজা সামন্ত ও দেবেশ ঘোষ

প্রধান সহকারী পরিচালকদ্বয় : প্রভাত রায় ও
কপিল দেব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনায়
শ্রীমোহন গাঙ্গুলী এবং
পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট ও
ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গ

নটরাজ স্টুডিয়োতে নির্ম্মিত ও নবরঙ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

- সহকারীবৃন্দ -

পরিচালনা : জ্যোতিপ্রকাশ রায়, দেবরাজ নারায়ণ ॥ আলোকচিত্র : রবীন কর, পি. কিশোর, ভাসাড়ে সম্পাদনা : সুধীর, সত্যপ্রকাশ সুরী ॥ সঙ্গীত : বাসুদেব, মনোহরী, দীপন, সন্তোষ শব্দগ্রহণ : সৈয়দ, শেঠী ॥ মেকাপ : তুকারাম, বাবু-ডি-সুজা ॥ শিল্প নির্দেশনা : সিন্ধে, দিলীপ সিং, বিজয় দাস, গাপা চক্রবর্ত্তী ॥ নৃত্য পরিচালনা : সুজাতা ॥ অফিস বেয়ারা : টেকচাঁদ, সুরেশ, গোপী, স্বপন ॥ জেনারেটার সাপ্লায়ার্স : ডাবু গাঙ্গুলী

কাহিনী

মধুসূদন রায় চৌধুরী আজ মদ্যপ, চরিত্রহীন, লম্পট। মধু আজ অমানুষ। ধনিয়াখালি গ্রামের জমিদার বংশের ছেলে সে। শিক্ষায়, দীক্ষায়, ব্যবহারে, চাল-চলনে একদিন সে এই গ্রামের আদর্শ যুবক ছিলো। গ্রামের মানুষের বিপদে আপদে সে ঝাঁপিয়ে পড়তো নিজের জীবন বিপন্ন করে। কিন্তু তার বদলে এই গ্রাম তাকে দিলো—অশ্রদ্ধা, ঘৃণা, প্রবঞ্চণা! মিথ্যে বদনামে কলঙ্কিত হোল সে, মিথ্যে অভিযোগে জেলে গেলো। মিথ্যে হয়ে গেলো মধুর সবকিছু। বিধিলিপির নির্মম পরিহাসে জীবন যন্ত্রণার অসহ্যতাকে ভোলার জন্যে সে তুলে নিলো "বিপিনবাবুর কারণসুধা"—মদ। আর গরীবমানুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে প্রতিশোধ নিতে চাইলো তার ওপর যে তার জীবনটাকে তছনচ করে দিয়েছে। কিন্তু সে শুধু ভুলতে পারে না একজনকে—অশ্বিনী ডাক্তারের বোন লেখাকে—তাই সে বার বার লেখার সামনে এসে দাঁড়ায় একটু স্নেহ, একটু সহানুভূতির আশায়—কিন্তু প্রতিবারই তাকে ফিরে যেতে হয় অপমানের বোঝা নিয়ে। কারণ লেখার মনটাকেও মধুর বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিয়েছে সেই শয়তান অথচ সেই মহিম ঘোষালই আজ ধনিয়াখালি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান। বাহ্যিক ব্যবহারে সে বিনয়ী নম্র, কিন্তু অভ্যন্তরে সে একটা কাল-কেউটে। তার দাবার চালে মধু, লেখা, মাতন, সৌরভী সবাই দগ্ধ—ক্ষতবিক্ষত।

এই গাঁয়ের নবাগত ইন্সপেক্টার ভুবনবাবু কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে পারেন সবকিছু। তারপর "অমানুষ" মধু চৌধুরীকে তিনি মানুষ করার জন্যে হন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মধুকে নিযুক্ত করেন বাঁধের কাজে। বাঁধ বানাতে বানাতে মধু কি নিজেকে বানিয়ে ফেলবে। সমস্ত রহস্যের ঘনায়িত কুয়াশা অপসারিত হয়ে মধু কি দেখতে পাবে নতুনদিনের সূর্য? তার জীবন আঁধারে প্রদীপ হাতে কি আবার এসে দাঁড়াবে লেখা? প্রযোজক পরিচালক শক্তি সামন্ত তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে ইন্সপেক্টার ভুবনবাবুর মারফৎ "অমানুষ" মধুকে সত্যিকারের মানুষ হিসাবে রূপান্তরিত করে উপস্থিত করবেন আপনাদের সামনে—ছবির শেষে—আর তারপর আপনারাও চিনতে পারবেন মধুকে॥

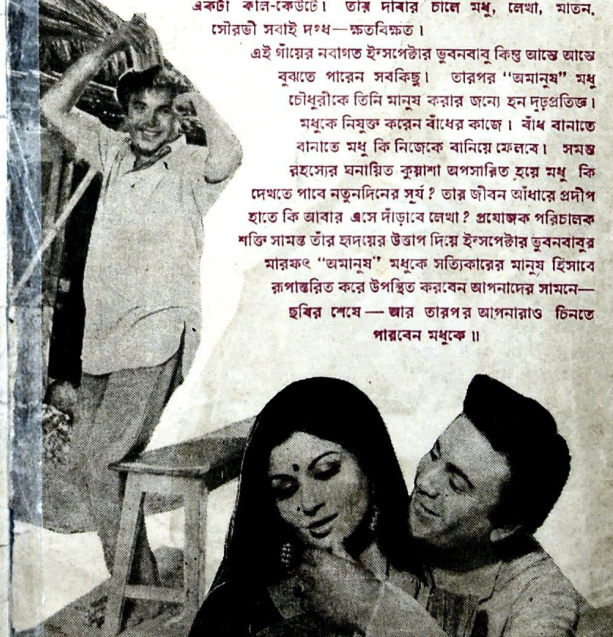

অমানুষ সঙ্গীত

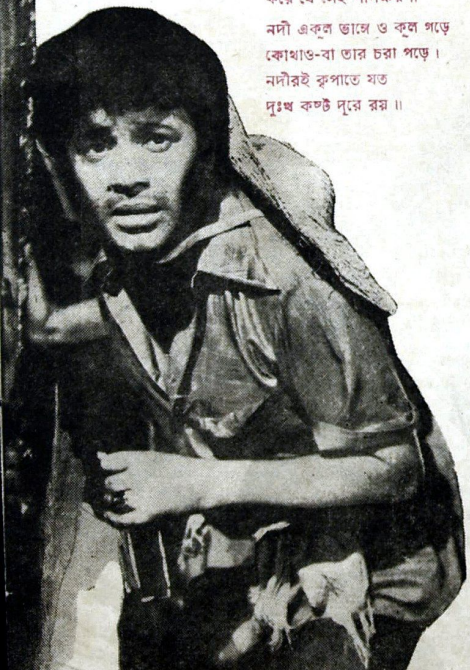

(১)

যখন মানুষের দুঃখে দেবতারা কান্দে
সেই চোখের জলেই নদী হয়
সেই নদীর জলেই বাঁচে জীবন
তাই নদীই জীবন লোকে কয় ॥

মানুষ পাপ অন্যায় করে যদি
রুষ্ট তখন হয়রে নদী
ভাঙ্গনে আর বন্যাতে তার
করে যে সেই পাপক্ষয় ॥

নদী একূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে
কোথাও-বা তার চরা পড়ে।
নদীরই কৃপাতে যত
দুঃখ কষ্ট দূরে রয় ॥

(২)

জানিনা আজ যে আপন
কাল সে কেন পর হয়ে যায়
যে বাতাস ফোটালো ফুল
সেই তো আবার ঝড় হয়ে যায়
জানিনা আজ যে আপন—
ছিলো যে আমার পাশে
তার কথা মনে আসে
চাই আমি ভুলতে যারে
মন কি তারে ভুলতে পারে
জানিনা প্রেম যে কেন
তাসেরই সে ঘর হয়ে যায়
স্মৃতিরই সেতু বেঁধে
যায় যে মন শুধুই কেঁদে
কে যেন ডাকে পিছু
ফিরে দেখি নেইতো কিছু
হৃদয়ের সবুজ যেনো
চোরাবালির চর হয়ে যায়
যে বাতাস ফোটালো ফুল
সেই তো আবার ঝড় হয়ে যায়
জানিনা আজ যে আপন
কাল সে কেন পর হয়ে যায়—

(৩)

না-না-না-না এমন করে দাগা দিয়ে সরে থেকোনা
আমায় নিয়ে খেলা করো তুমি ওগো নিঠুর বড়ো
দোহাই তোমার আমায় তুমি বিষ চোখে চেয়ে দেখোনা
না-না-না-না অমন করে...... ...

যা খুশী বলুক লোকে দেখুক আমায় মন্দ চোখে
থাকলে তুমি আমার কাছে লোক লাজে ভয় কি আছে
ফুলটাকে কাঁটা দিয়ে ভুল করে ভরে রেখোনা
না-না-না-না অমন করে............

মন নিয়ে কি যে করি একি জ্বালায় জ্বলে মরি
বুকের আগুন নেভেনা হায় বোঝনা মনও কি চায়
আলেয়ার মতো তুমি ছল করে কাছে ডেকো না
না-না-না-না অমন করে দাগা দিয়ে সরে থেকোনা
আমায় নিয়ে খেলা করো............

মধু : যদি হই চোরাকাঁটা ঐ শাড়ীর ভাঁজে
লেখা : দুস্টু যে হয় এমন কাজ তো তারই সাজে
মধু : যদি হই কাঁকন তোমার ঐ হাতে
লেখা : রিনিঝিনি বাজবো আমি দিনে রাতে
মধু : চেয়েও আমায় চাওনা যে
যদি হই চোরকাঁটা ঐ শাড়ীর ভাঁজে
লেখা : হঁ, দুস্টু যে হয় এমন কাজ তো তারই সাজে
আহ্ তুমি যে কি করো জ্বালাতন করছো আমায় তুমি বড়ো
চাও কি তুমি ভুল হয়ে যাক সব কাজে
দুস্টু যে হয় এমন কাজতো তারই সাজে
মধু : তোমার ঐ দু'চোখেতে আমার মরণ দেখেছি
লেখা : না না না ও'চোখেতে চোখ মিলিয়ে স্বপন আমি দেখেছি
মধু : যদি হই কাজল তোমার ঐ চোখে
লেখা : আমার এই চোখের বাহার দেখবে মোকে
ভয় কি বলো হায় গো আমার লোকলাজে
মধু : যদি হই চোরকাঁটা..................

(৫)

এই বিপিন বাবুর কারণ সুধা
মেটায় জ্বালা মেটায় ক্ষুধা
এ' বুঝলি পদা—
মরা মানুষ বাঁচিয়ে তোলে
এমনি যে তার যাদু
বিপিনবাবুর কারণ সুধা..........
বিধি তোমার আদালতে
এবা কেমন রায়
দোষীরা সব কেটে পড়ে
বোকা সাজা পায়
ও দাদা বোকা সাজা পায়
ও দাদু বোকা সাজা পায়
এই আমরা হলাম পাপী তাপী
আর ওরা সবাই সাধু
শালা—
ভালো করে বাঁচতে চাওয়া ওদের চোখে দোষ
ওদের গাড়ী টানতে গিয়ে হ'লাম গরু মোষ
ও দাদা হলাম গরু মোষ
ও দাদু হলাম গরু মোষ
ঐ নেপোতে মারছে যে দই উল্টো নিয়ম দাদু
বিপিনবাবুর কারণসুধা—
এ'গুরু—
হ্যাঁ—বল—
জবাব নেই মাইরী
একটু পায়ের ধূলো দাও দাদা
এই নে—
আজ যে রাজা কাল সে ফকীর বরাতের কি খেল
জিততে হলে দাবার চালে পায়ে মাখাও তেল
ও দাদা পায়ে মাখাও তেল
ও দাদু পায়ে মাখাও তেল
নইলে—
নইলে সাতমন তেল পুড়িয়েও রাধা
নাচবে না তো চাঁদু
বিপিনবাবুর কারণ সুধা............

হু হু হুঁ............
কি আশায় বাঁধি খেলাঘর
বেদনার বালুচরে
নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে
নিশিদিন খেলা করে
বেদনার বালুচরে—
হায়গো হৃদয়
তবুও তোমার আশা কেন যায় না
যতটুকু চায় কিছু তার পায়না
কে জানে কেন যে
আমার আকাশ মেঘে মেঘে শুধু ভরে
নিয়'ত আমার ভাগ্য লয়ে যে.......
প্রতিদিনই ওঠে নোতুন সূর্য
প্রতিদিনই আসে ভোর
ওঠেনা সূর্য আসেনা সকাল
জীবন আঁধারে মোর
পৃথিবী আমারে দিলো যে ফিরায়ে
সে যেন ডাকিয়া কয়
নাহি হেথা ঠাঁই
আমি তো কেহ নয়
ক্লান্ত চরণ আকুল আঁধারে
পথ শুধু খুঁজে মরে
বদনার বালুচরে..........

পরিবেশনায়

দাগা পিকচার্স লিমিটেড

৩নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৩-২১০৬, ২৩-৭৮৬৪, ২৩-১২২৯

মুদ্রণে : প্রিণ্টওরিয়েণ্ট এণ্ড কোং, ৩২/১৩বি, বিডন স্ট্রীট, কলি—৬

SAMANTA ENTERPRISES PRESENT
ajanabee
EASTMANCOLOR
RAJESH KHANNA·ZEENAT AMAN
PREM CHOPRA·YOGEETA BALI
DIRECTION:
SHAKTI SAMANTA
MUSIC:
R.D. BURMAN